



291641 - রোগ্যর উপর বটোফরিন ইনজেকশনরে প্রভাব এবং এ ইনজেকশনরে পরে যদি প্রচুর পানি ও খাবার খতে হয় তাহলে কী করণীয়?

প্রশ্ন

আমার ভাইয়েরে ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সে স্কলরোসিসি রোগেরে কারণে বটোফরিন ইনজেকশন নচ্ছৈ। ইনজেকশনটা চামড়ার নীচে দেওয়া হয়। ডাক্তার তাকে বলছে: ইনজেকশনটা নিয়োর পর রোগীকে বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে; যাতে করে কডিনতি চাপ না পড়ে এবং শরীর যাতে পর্যাপ্ত খাদ্য পায় তাই ভাল খাবার খতে হবে। উল্লেখ্য, ডাক্তার তাকে এ কথাও বলছে যে, তুমি রোগ্য রাখতে পারবে না। কিন্তু, রমযান আসার আগহৈ রোগ্য রাখার পাকাপোকত নয়িত করে থাকলে ও তুমি শক্তি অনুভব করলে; তাহলে রোগ্য রাখতে পার। বঃদ্রঃ আমার ভাই শুধু যহৈ দিনি ইনজেকশন নিয়ে ঐ দিনি রোগ্য রাখতে না। এ বিষয়টির ফতওয়া জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে সব ইনজেকশনে খাদ্য উপাদান নহৈ সেগুলো রোগ্য ভঙ্গ করে না; যমেনটা 49706 নং প্রশ্ননোত্তরে বর্ণিত হয়ছে।

দুই:

যদি এ ইনজেকশনগুলো গ্রহণকারীর প্রচুর পানি ও খাবার গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে দেখতে হবে যদি ইফতার করার পর ইনজেকশনটা নিয়ো যায় এবং এতে করে রোগীর কোন ক্ষতি না হয় কিংবা কষ্ট না হয় তাহলে সটোই ওয়াজবি।

আর যদি ইফতার পরযন্ত বলিম্ব করলে রোগীর ক্ষতি হয় কিংবা কষ্ট হয় তাহলে রোগ্য না রাখাই মুস্তাহাব এবং রোগ্য রাখা মাকরুহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রোগীর কয়কেটা অবস্থা হতে পারে:



১। রোগী পালনের কারণে যেরোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব পড়ে না; যমেন- হালকা সর্দি, হালকা মাথাব্যথা, দাঁত ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোগী ভাঙা জায়গে নয়। যদিও আলমেগণের কডে কডে নমিনোক্‌ত আয়াতের দলীলরে ভিত্তিতে বলছেন যে তার জন্মেও রোগী ভাঙা জায়গে।

ومن كان مريضاً

البقرة: 185

“আর কডে অসুস্থ থাকলে...” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৫]

তবে আমরা বলবো- এই হুকুমটি একটি ইল্লত (কারণ) এর সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো রোগী ভাঙা করাটা রোগীর জন্ম বশে আরামদায়ক হওয়া। যদি রোগী রাখলে রোগীর উপর শারীরিক কোন প্রভাব না পড়ে তবে তার জন্ম রোগী ভাঙা করা নাজায়গে। বরং তার উপর রোগী রাখা ওয়াজবি।

২। যদি রোগীর উপর রোগী রাখা কষ্টকর হয়; কিন্তু কষ্টকির না হয়। এমন রোগীর জন্ম রোগী রাখা মাকরুহ। রোগী না রাখা তার জন্ম সুন্নত।

৩। যদি রোগী রাখা তার জন্ম কষ্টকর ও কষ্টকির হয়। যমেন যে ব্যক্তি কডিনরি রোগে আক্রান্ত কথিবা ডায়াবটেকিস রোগে আক্রান্ত কথিবা এ ধরণে অন্য কোন রোগে; রোগী রাখা যে রোগের জন্ম কষ্টকির-- এমন রোগীর জন্ম রোগী রাখা হারাম।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা রোগী রাখতে অতি উৎসাহী রোগীদের ভুল জানতে পারি রোগী রাখা যাদের জন্ম কষ্টকর; হতে পারে কষ্টকির; কিন্তু তদুপরিতারা রোগী ভাঙতে রাজনিয়।

আমরা বলব: তারা ভুল করছেন। যহেতে তারা আল্লাহর দয়া ও আল্লাহর দয়া ছাড়কে গ্রহণ করনেনি এবং নিজদেরে কষ্টকির করছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন: "তোমরা নিজদেরকে ধ্বংসেরে দিকে নিক্ষেপে করো না"। [সূরা নসিা, ৪:২৯]"[আশ্-শারহুলমুমত (৬/৩৫২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।